Sem (2/Beng Hons)
Teacher: Dr. Biswajit Podder

Topic: গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী তত্ত্ব:

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ: বৈষ্ণব পদাবলীর যে বিশাল ভান্ডার আমাদের ঐশ্বর্য, তার প্রধান ধারা দুটি- রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ এবং গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। গৌরাঙ্গদেবের দিব্য আবির্ভাব ভক্ত এবং আধারন মানুষ উভয়ের কাছে তাৎপর্যপূর্ন ঘটনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকগন মনে করেন তিনি রাধা-কৃষ্ণের যুগলতনু, পূর্নাবতার। প্রথমে মনে করা হত নামধর্ম প্রচার করবার জন্য তিনি আবির্ভূত। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে এই তত্ত্বই সমর্থিত। সনাতন গোস্বামীকে তিনি যে পাঁচ রকমের সাধনার কথা বলেছেন তার অন্যতম হল নামগান -

'সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ্য আছে -

" নাম-সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥
সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব-ভক্তি-সাধন উদ্গম ॥"

মহাপ্রভুর কীর্তনলীলা নিয়ে যেমন নানাপদ রচিত হয়েছে তেমনি তাঁর করুনাঘন মূর্তি নিয়েও রচিত হয়েছে পদ -

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুন নয়নে চায়।

চৈতন্যদেবের দিব্যমূর্তিতে নানা অষ্টসাত্বিক ভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় বিভিন্ন পদে -

'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥'

মহাপ্রভুকে নিয়ে রচিত আরেক ধরনের পদে তিনি পূর্নাবতার। অলৌকিক রাধা-কৃষ্ণের লীলা মানুষকে বোধগম্য করানোই সেখানে লক্ষ্য। সেই 'প্রবেশ চাতুরী সার' পদগুলি রচনা করা হয়েছে 'রাধার মহিমা' 'প্রেমরসসীমা' জগৎবাসীকে জানানো।

Scanned by CamScanner